জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

২০ মার্চ ২০১৩ - ২০ মার্চ ২০১৯ বিশেষ সংখ্যা

উপাচার্যের ছয় বছর

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান-কে ২০১৭ সালের ১৯ মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর দ্বিতীয় মেয়াদে আরো ৪ বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ২০ মার্চ, ২০১৩ তারিখে ড. মীজানুর রহমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালনরত অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার হরিপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৫৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বিবির বাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে এসএসসি, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে এইচএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ থেকে ১৯৭৮ সালে বি.কম. অনার্স এবং ১৯৭৯ সালে এম.কম. ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষাজীবনের সব ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। উচ্চপদের সরকারি চাকরি ছেড়ে ১৯৮২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। দু'বছর পর ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৯৪ সালে উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসন বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৯ সালে মার্কেটিং বিভাগে প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশের বহু শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন; এর মধ্যে শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজের চেয়ারম্যান, আইসিএমএ বাংলাদেশের কাউন্সিল মেম্বার, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি আইসিবি-এএমসিএল, ম্যাকসন্স স্পিনিং লিমিটেড, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনসুরেন্স কোম্পানী লিঃ-এর ডিরেক্টর এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যাল, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরামের আহ্বায়ক।

স্বনামধন্য শিক্ষক, দক্ষ প্রশাসক, প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের পুরোধা ড. মীজানুর রহমান মার্কেটিং বিষয়ের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত তাঁর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ***'কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ'*** পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্তীতে তিনি ***'বাজারজাতকরণ'***, ***'বাজারজাতকরণ নীতিমালা'***, ***'স্নাতক বাজারজাতকরণ'*** শীর্ষক আরো তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং পাঠকপ্রিয়তার কারণে বাজারজাতকরণ গ্রন্থের একটি সহজ সংস্করণও তিনি তৈরি করেন, যা মার্কেটিং বিভাগের বাইরের পাঠকদের নিকটও অত্যন্ত সমাদৃত। ২০১৭ সালে 'বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ', ২০১৮ সালে ***'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও উন্নয়ন ভাবনা'*** ও ২০১৯ সালে ***'উত্তরগণতন্ত্র ও লিংকনের পিপল'*** পাঠকমহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, তুরস্ক ও অস্ট্রেলিয়ায় তিনি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছেন।

ড. মীজানুর রহমান-এর সহধর্মিণী নাজমা আক্তার একজন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী। তাঁর একমাত্র পুত্র অনিন্দ্য রহমান একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং পুত্রবধূ নাজিয়া আফরিন মনামী সময় টেলিভিশনের নিউজ এডিটর। ড. রহমানের সবচেয়ে প্রিয় মুখ তাঁর দৌহিত্র আনুশ।

এগিয়ে যাচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মো: সেলিম ভূঁইয়া

বাংলাদেশে একুশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি উজ্জ্বলতম নাম। দুইশত বছরের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক প্রতিষ্ঠানটি সুদৃঢ় প্রত্যয়ে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির গা জুড়ে অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতি আজও জ্বলজ্বল করছে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলন এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ) সক্রিয় ভূমিকা ছিল। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রার শুরুটা অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যতিক্রম। পাঠশালা থেকে স্কুল, স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। কাজেই জন্মলগ্ন থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সমস্যা ছিল।

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান ২০১৩ সালের ২০ মার্চ ৪র্থ উপাচার্য হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান-কে ২০১৭ সালের ১৯ মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর দ্বিতীয় মেয়াদে আরো ৪ বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি যোগদানের পর থেকেই একের পর এক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান পাল্টে যেতে শুরু করে এবং একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আবহ ও সংস্কৃতি কাম্য, তা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে। একটি প্রতিষ্ঠানকে ভালোবেসে অগ্রগতির সোনালি সোপানে উপনীত করার জন্য যে আন্তরিকতা এবং একাগ্রতার প্রয়োজন, তার পুরোটাই দেখিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বিষয়ে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সেগুলো হলোও এক. একাডেমিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ, দুই. মেধাবী শিক্ষার্থী বাছাই এবং ভর্তি, তিন. অবকাঠামোগত উন্নয়ন যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপরিহার্য।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ১ মার্চ-২০১৯ হতে ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জায়গার স্বল্পতা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দের জন্য আবাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে বেশকিছু বড় প্রকল্প নেয়া হয়েছে। নতুন একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ক্যাম্পাসের আশেপাশে ছাত্র/ছাত্রীদের আবাসিক হল নির্মাণের জন্য জায়গা এবং পরিবেশ নেই বিধায় কেরানীগঞ্জে নবনির্মিত জেলখানার বিপরীত দিকে ঢাকাস্থ মাওয়া মহাসড়কের পাশেই প্রায় ২৫ বিঘা জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় করা হয়েছে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত জায়গায় ছাত্রদের জন্য এক হাজার আসন বিশিষ্ট 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' নামে একটি হল নির্মাণ করা হবে এবং একই স্থানে শিক্ষকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থাও করা হবে। তাছাড়া, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন সড়কের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব' হল নামে ছাত্রীদের জন্য ২০-তলা বিশিষ্ট একটি হলের নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিকসহ অন্যান্য সমস্যা নিরসনকল্পে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর এসব কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে যে লোকটি দিন-রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তিনি হলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর সভাপতিত্বে ৯ অক্টোবর-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেকের ১৪৬তম সভায় ১ হাজার ৯২০ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয়ে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন : ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' প্রকল্প অনুমোদিত হয়। গত ৩ অক্টোবর ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি-এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১১৭ তম সভা বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন, ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ থানার তেঘরিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমদি মৌজায় প্রায় ২০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। উল্লেখ্য, মাস্টারপ্লান অনুযায়ী নতুন ক্যাম্পাসে একাধিক একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হল, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা, চিকিৎসা কেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, মসজিদ এবং পরিবহণ ও আধুনিক বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের জন্য পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

কেবল তাই নয়, উপাচার্যের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতির কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বড় বিষয় হলো একাডেমিক উন্নয়ন, যা ইতোমধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় করতে অনেকটা সক্ষম হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান যোগদানের পর যেসব শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছেন, তাঁরা খুবই মেধাবী এবং একাডেমিক দিক থেকে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মান বজায় রাখার জন্য উপাচার্য মহোদয় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিক থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মেধাবীদের মিলন-মেলায় পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা সকলের নজর কেড়েছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬টি বিভাগ ও দুটি ইনস্টিটিউট চালু আছে। এম ফিল এবং পিএইচ.ডি প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি, ইন্টারনেট সুবিধা এবং গবেষণার অগ্রগতি হচ্ছে।

পুরান ঢাকার সাংস্কৃতিক বিকাশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। সংস্কৃতিমনা উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারে অত্যন্ত আন্তরিক। পুরান ঢাকার হারানো ঐতিহ্য ফেরাতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ৮টি বিভাগ ও ২টি ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে। ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন বিভাগ, চারুকলা, নাট্যকলা, সঙ্গীত বিভাগ একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অপরিহার্য ছিল। অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান উক্ত বিভাগগুলো চালু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তুলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো গবেষণা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগ থেকে নিয়মিত জার্নাল বের হচ্ছে। শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম এবং ভাবমূর্তি বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

উপাচার্যের ঐকান্তিক চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষা এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট' (আইইআর) এর শুভ সূচনা হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিক্ষা এবং গবেষণা ইনস্টিটিউটের' ল্যাবরেটরি স্কুল হিসেবে পোগোজ স্কুল নতুন করে পথ চলা শুরু করেছে। সময়ের পরিক্রমায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, আপগ্রেডেশন ও সিলেকশন গ্রেড বিষয়ে বৈষম্য নিরসন করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি দীর্ঘ সময় ধরে বেশ ক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা যাচাই-বাছাই করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন কমিটির সুপারিশের আলোকে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান-এর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সার্বিক সহযোগিতায় গত ০২/০৪/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৬৭-তম সভায় তা অনুমোদিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য জীবন বীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে উপাচার্যের উদ্যোগ থেমে নেই। উপাচার্যের নেতৃত্বে সব সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা এবং নানা সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান সৃষ্টি এবং সৃষ্ট জ্ঞান বিতরণ- যা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আন্তরিকতার সাথে করে যাচ্ছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, একুশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত এবং মানবিক গুণে গুণান্বিত মানুষ তৈরির ক্ষেত্র হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। পরিশেষে, অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আরো পরিপূর্ণতা অর্জন করুক-এই কামনাই করি।

(ট্রেজারার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

এক নজরে বিগত ছয় বছরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্রম		বিবরণ	২০১৩ পর্যন্ত	২০১৯ পর্যন্ত
১।		**অবকাঠামোগত উন্নয়ন**		
	ক।	নতুন ক্যাম্পাস	-	কেরাণীগঞ্জে প্রায় ২০০ একর জায়গার ওপর নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ১৯২১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে।
	খ।	ইউটিলিটি ভবন	৩য় তলা পর্যন্ত	৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলায় উন্নীতকরণ
	গ।	ডরমেটরি ভবন	২য় তলা পর্যন্ত	২য় তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
	ঘ।	একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	৭তম তলা পর্যন্ত	৮ম তলা হতে ১৩ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ বর্তমান অর্থ বছরেই সম্পন্ন হবে। ইতোমধ্যে ২টি ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস শুরু হয়েছে।
	ঙ।	হল	-	২০তলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন উপর ১৬তলা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের স্ট্রাকচারাল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফিনিংশ এর কাজ চলছে। সম্পন্ন হলে অতি শীঘ্রই তা উদ্বোধন করা হবে।
	চ।	ভূমি ক্রয়	-	নিজস্ব অর্থায়নে কেরাণীগঞ্জে ৭ একর জায়গা ক্রয় করা হয়েছে।
	ছ।	সংস্কার কাজ	-	বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ, রাস্তা ও ভবন সংস্কার করা হয়েছে।
২।		**একাডেমিক উন্নয়ন**		
	ক।	বিভাগ	২৮টি	৩৬টি
	খ।	অনুষদ	০৪টি	০৬টি
	গ।	ইনস্টিটিউট	-	শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে।
	ঘ।	এম.ফিল ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৪ জন	১৬৫ জন (বিগত ছয় বছরে ১৪১ জন)
	ঙ।	পিএইচ.ডি ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৬ জন	৫৩ জন (বিগত ছয় বছরে ৪৭ জন)
	চ।	MoU চুক্তি	-	দেশি-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU চুক্তি স্বাক্ষরিত
	ছ।	সান্ধ্যকালীন কোর্স	-	১২টি বিভাগ ও ১টি ইনস্টিটিউটে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু হয়েছে
	জ।	বৃত্তি	-	বিগত ছয় বছরে ৩৫১২ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি ও আবেতনিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
৩।		**প্রকল্প ও গবেষণা**	-	প্রতি বছর শিক্ষকদের গবেষণা প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।
৪।		**জার্নাল প্রকাশ**	-	ছয়টি অনুষদ থেকে নিয়মিত গবেষণা জার্নাল প্রকাশ হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগ হতে আলাদা জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে।
৫।		**পাণ্ডুলিপি প্রকাশ**	-	২০১৬ সালে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণাধর্মী পাণ্ডুলিপি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ১০টি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অতি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হবে।
৬।		**গ্রন্থাগারের উন্নয়ন**		
	ক।	পুস্তক সংখ্যা	২৬৭৩৯টি	৩০৩১০টি (নতুন ক্রয় ৩৫৭১টি)
	খ।	ই-লাইব্রেরি	-	২০১৫ সালের ৩ মার্চ ই-লাইব্রেরি চালু করা হয়
	গ।	ই-বুকস	-	২৪,০০০ কপি
	ঘ।	ই-জার্নাল	-	২০১৬ সালের জুলাই হতে ৪টি খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক পাবলিশার্সে ই-জার্নাল-এর সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
	ঙ।	পত্রিকা সংরক্ষণ শাখা	-	২০১৬ সাল থেকে ১৫টি এবং ২০১৯ সাল থেকে ২৩টি দৈনিক পত্রিকা রেফারেন্স শাখায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য রাখা হয়েছে।
	চ।	দ্বিতীয় শিফ্‌ট চালু	-	শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কথা বিবেচনায় রেখে দ্বিতীয় শিফটে রাত ৮টা পর্যন্ত গ্রন্থাগার চালু রাখা হচ্ছে।
	ছ।	মুক্তিযুদ্ধ কর্নার	৫৯৬টি	১৪৮৫টি (বিগত ছয় বছরে নতুন ক্রয় ৮৮৯টি)
৭।		**তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন**		
	ক।	দ্রুত গতির Wi-Fi ইন্টারনেট	15 MBPS	515MBPS
	খ।	আইপি ক্যামেরা	-	সার্বক্ষণিক মনিটরিং-এর জন্য আইপি ক্যামেরা স্থাপন
	গ।	ভার্চুয়াল ক্লাস রুম	-	ভার্চুয়াল ক্লাস রুম স্থাপন
	ঘ।	রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম	-	নিজস্ব পদ্ধতিতে Online Admission System তৈরি
	ঙ।	হিসাব বিভাগের অটোমেশন	-	কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ ও হিসাব দপ্তরে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
	চ।	তথ্য সম্বলিত ওয়েব সাইট	পুরতান ওয়েব সাইট	অধিক তথ্য সম্বলিত নতুন ওয়েব সাইট
	ছ।	শিক্ষার্থীর ডাটা	-	শিক্ষার্থী পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।
৮।		**অন্যান্য উন্নয়ন**		
	ক।	শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়োগ ও আপগ্রেশেন নীতিমালা	নিয়োগ ও আপগ্রেডেশন নীতামালা-২০১২	যুগোপযোগী নিয়োগ ও আপগ্রেডেশন নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন
	খ।	গোষ্ঠী বীমা	-	২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পদে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য গোষ্ঠী বীমা চালু
	গ।	স্বাস্থ্য বীমা	-	২০১৬ সাল হতে স্বাস্থ্য বীমা চালু করা হয়।
	ঘ।	ডে-কেয়ার সেন্টার	-	শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিশুদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে।
৯।	ক।	শিক্ষক	২৯২	৬৫৭ (বিগত ছয় বছরে ৩৬৫)
	খ।	শিক্ষার্থী	১৮৫৮৯ জন	১৪১৪২ জন
	খ।	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত	১ ঃ ৬৪ (প্রায়)	১ ঃ ২১.৫২ (প্রায়)
	গ।	কর্মকর্তা	১০৮	২০০ জন (বিগত ছয় বছরে ৯২ জন)
	ঘ।	কর্মচারী (নিয়মিত)	১৭৮ জন	৪৭২জন (বিগত ছয় বছরে ২৯৪ জন)

ক্রম		বিবরণ	২০১৩ পর্যন্ত	২০১৯ পর্যন্ত
	ক।	বাংলা বর্ষবরণ	-	২০১৩ সাল থেকে প্রতি বছর মহাসমারোহে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন হচ্ছে
	খ।	বসন্ত বরণ	-	২০১৪ সাল থেকে বসন্তবরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন শুরু হয়
	গ।	শরৎ উৎসব	-	২০১৪ সাল থেকে শরৎ উৎসব চালু হয়
	ঘ।	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আবৃত্তি উৎসব	-	বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে
১১।		**পরিবহণ**		
	ক।	নিজস্ব পরিবহণ	১২টি	৩৫টি (নতুন ১৭টি)
	খ।	নিজস্ব পরিবহণ (এ্যাম্বুলেন্স)	-	একটি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে।
	গ।	বিআরটিসি বাস	১১টি	১২টি দ্বিতল বাস
	ঘ।	দুটি শিফট	-	যাতায়াতের সুবিধার্থে ২টি শিফটে ট্রিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
	ঙ।	ঢাকা সংলগ্ন জেলায় পরিবহণ সুবিধা	-	ঢাকার বাইরে কয়েকটি জেলাতেও পরিবহণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে।
১৩।		**ক্রীড়া ক্ষেত্র**		
	ক।	ক্রীড়া কমিটি	-	বিভিন্ন খেলাধূলা পরিচালনার জন্য ক্রীড়া কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করা হয়।
	খ।	ক্রীড়া প্রতিযোগিতা		বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আন্তঃ বিভাগ ক্রিকেট, ফুটলব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।
১২।		বাজেট	২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের বাজেট ৩৩.২৩ কোটি টাকা	২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের বাজেট ১১৫.৭০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

২০০৫ সালের ২৮নং আইনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী সরকারি জগন্নাথ কলেজটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ২০ মার্চ ২০১৩ সালে অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর থেকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের নতুন দিগন্তের সূচনা হয়।

কেরাণীগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস

১৯২১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন : ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর সভাপতিত্বে ৯ অক্টোবর-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেকের ১৪৬তম সভায় ১ হাজার ৯২০ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয়ে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন : ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' প্রকল্প অনুমোদিত হয়। সভায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তারিক ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক ও বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ থানার তেঘরিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমদি মৌজায় প্রায় ২০০ একর ভূমির উপর নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে, গত ৩ অক্টোবর ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ, এম.পি-এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১১৭ তম সভা বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন, ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ থানার তেঘরিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমদি মৌজায় প্রায় ২০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, মাস্টারপ্লান অনুযায়ী নতুন ক্যাম্পাসে একাধিক একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হল, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা, চিকিৎসা কেন্দ্র, ক্যাফেটেরিয়া, খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, মসজিদ এবং পরিবহণ ও আধুনিক বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প জন্য পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ১ মার্চ-২০১৯ হতে ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে স্নাতক (সম্মান)/বিবিএ ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত, স্নাতকোত্তর/এমবিএ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত এবং এম. ফিল; পিএইচ.ডি ও সান্ধ্যকালীন সকল প্রোগ্রামের যে সকল শিক্ষার্থী/ গবেষক অন্ততঃ একটি ডিগ্রি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেছেন তারাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারছেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মহোদয়ের সদয় অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে চলতি বছরের নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদন প্রাপ্তির পর সমাবর্তনের চূড়ান্ত তারিখ জানানো হবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সমাবর্তন গাউন ফেরত দিতে হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পরিসংখ্যান

অনুষদ/ ইনস্টিটিউট	অধ্যাপক	সহযোগী অধ্যাপক	সহকারী অধ্যাপক	প্রভাষক	মোট
	৯৪	৯৫	৩৪৮	১২০	৬৫৭

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা

অনুষদ/ইনস্টিটিউট	ছাত্র-ছাত্রী
কলা অনুষদ	৩২৮৪
বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ	২৯০৯
বিজ্ঞান অনুষদ	১৯১০
সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ	২৮৩০
আইন অনুষদ	৫৬৯
লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ	২২৫৮
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট	১২৭
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট	৩৮
এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি	২১৭
সর্বমোট	১৪১৪২

একাডেমিক উন্নয়ন

বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নের অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে তার একাডেমিক উন্নয়ন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

* অধিক মেধাবী ও সৃজনশীল শিক্ষার্থী ভর্তির উদ্দেশে চলতি শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে লিখিত পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া গ্রহণ শুরু হয়েছে।
* ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের ৩৬টি বিভাগ ও দুইটি ইউনস্টিটিউটে নিজস্ব ডিজিটালাইজ প্রযুক্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এরফলে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।
* সঠিক সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে ও উচ্চ শিক্ষা বিকাশে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন মেধাবী শিক্ষকদের নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে।
* আধুনিক ও যুগোপযোগী নতুন ভূমি আইন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিক্যুলার বায়োলজি বিভাগ এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ চালু করা হয়েছে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানবৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিভিন্ন বিভাগে এম. ফিল. এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি চালু হয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এম. ফিল. এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি পরিচালিত হচ্ছে।
* সান্ধ্যকালীন এম.বি.এ. ও এল.এম.এম. কোর্স চালু রয়েছে।
* বিভিন্ন বিভাগের প্রজেক্টরসহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা হয়েছে।
* বিভিন্ন প্রকল্প বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় ল্যাবরেটরির উন্নয়ন করা হচ্ছে।
* ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
* ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে। সেখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাস শুরু করেছে।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ঐতিহ্যবাহী পোগোজ স্কুল চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে স্কুলটি 'পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ (আই.ই.আর, জবি)' নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
* গত বছর ৫০ লক্ষ টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে। গ্রন্থাগারে পত্রিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
* দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে আরো সচেতন করে তুলতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগসমূহে জন্য আবশ্যিক পাঠ্যক্রম হিসেবে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা প্রদানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা বৃত্তি বৃত্তি দ্বিগুন করা হয়েছে।
* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ভারতের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা সহায়ক MOU চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, ফেলোশিপ, প্রি-ডক্টরাল অ্যাওয়ার্ড প্রদান, একাডেমিক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে মতবিনিময়সহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।
* সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গণিত, ফিজিক্স, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের প্রার্থী নির্বাচনমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
* ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের Center for English Language-কে পূর্ণাঙ্গ Institute of Modern Languages-কার্যক্রম শুরু হয়।
* মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বই, পুস্তক, পোস্টার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা ১৪০০টি।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ও বিভাগসমূহের সেমিনারে গুণগত পুস্তকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ইনস্টিটিউট ও বিভাগসমূহের সেমিনারে বই ক্রয়ের জন্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার প্রদান করা হয় এবং বই ক্রয় করা হয়।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে ই-লাইব্রেরি চালু করা হয়েছে। ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে ই-বুকস ও ই-জার্নাল ব্যবহার করতে পারবে।
* বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শতাধিক এম.ফিল, পিএইচ.ডি গবেষণা তত্ত্বাবধানের বাইরেও ইউজিসি ও সরকারি অর্থায়নে একশ' এর অধিক গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছেন।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অনুষদের জার্নাল নিয়মিত বের হচ্ছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিন ব্যাপী (১৫-১৬ মার্চ) 'দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্র এবং সমাজ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ও ভারতের কলকাতার 'মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ' এর যৌথ উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী (১৫-১৬) মার্চ, (শুক্রবার ও শনিবার) 'দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্র এবং সমাজ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপাট' (State and Society in South Asia : A Historical Perspective)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ভারত, শ্রীলংকা, ভুটান এবং কানাডার ৫০জন এবং বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১৫০ জন গবেষক ও শিক্ষক অংশগ্রহণ করে এবং প্রায় ৬৪টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। দুই দিনব্যাপী এই কনফারেন্সে দুইটি Plenary Session, আটটি Technical Session অনুষ্ঠিত হয়।

বৃত্তি ও উদ্দীপনা

শিক্ষবর্ষ	বিবরণ	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	মোট	সর্বমোট
২০১৩-১৪	মেধাবৃত্তি	৫০	৪৩	৯৩	
	অবৈতনিক বৃত্তি	১২৪	২৫	১৪৯	
	মোট	১৭৪	৬৮		২৪২
২০১৪-১৫	মেধাবৃত্তি	১৮০	৪২	২২২	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৪৫৩	৫৬	৫০৯	
	মোট	৬৩৩	৯৮		৭৩১
২০১৫-১৬	মেধাবৃত্তি	১৬১	৩৩	১৯৪	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৫৩২	৪৮	৫৮০	
	মোট	৬৯৩	৮১		৭৭৪
২০১৬-১৭	মেধাবৃত্তি	১৯৫	২১	২১৬	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৫৮২	৩৬	৬১৮	
	মোট	৭৭৭	৫৭		৮৩৪
২০১৭-১৮	মেধাবৃত্তি	২১০	৩৪	২৪৪	
	অবৈতনিক বৃত্তি	৬৩০	৫৭	৬৮৭	
	মোট	৮৪০	৯১		৯৩১
				সর্বমোট	৩৫১২

এম.ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিতে ভর্তিকৃত গবেষকদের পরিসংখ্যান

শিক্ষাবর্ষ	এম.ফিল.	পিএইচ.ডি
২০১২-১৩	২৪	৬
২০১৩-১৪	১৭	৬
২০১৪-১৫	২২	৯
২০১৫-১৬	২২	১৪
২০১৬-১৭	৩৯	৫
২০১৭-১৮	৪১	১৩
সর্বমোট =	১৬৫	৫৩

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পুনরায় ১০৭০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়।

ক) ইউটিলিটি ভবন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নকল্পে ১৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইউটিলিটি ভবন সম্প্রসারণ করে ৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

খ) ডরমেটরি ভবন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডরমেটরি ভবনের ২য় তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সম্পন্ন করা হয়েছে। সেখানে ইতোমধ্যে প্রায় ৮০ জন শিক্ষক বসবাস করছেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য তৃতীয় তলায় 'ডে কেয়ার সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

গ) একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরি ও প্রশাসনিক ভবনের অপর্যাপ্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের (৮ম-১৩তলা) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালের ১০ মার্চ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান সম্প্রসারণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ১৩তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ফিনিসিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হল 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল'

২০১৩ সালের ২২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. বাংলাবাজারে অবস্থিত 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৪ সালের ২০ অক্টোবর ৯ম বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরী। 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল' প্রকল্পের অধীনে ২০তলা ফাউন্ডেশনের উপর ১৬তলা বিশিষ্ট হলের স্ট্রাকচারাল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফিনিংশ এর কাজ চলছে।

ঙ। অন্যান্য উন্নয়ন

* বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ রাস্তা তৈরি ও মেরামত সম্পন্ন করা হয়েছে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন মেরামত করা হচ্ছে।
* শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগীকরণের নিমিত্তে উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১,০১,৭৭,১০০ টাকার আসবাবপত্র, ৯৫ লক্ষ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ৮০ লক্ষ টাকার ১টি মাইক্রোবাস ও ১ টি জিপ গাড়ি ক্রয় এবং ১০ লক্ষ টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও পাঁচ কোটি টাকার আসবাবপত্র BFIDC হতে ক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ভূমি ক্রয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও আবাসিক সমস্যাসমূহ লাঘব করার জন্য বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের বাঘৈর এলাকায় প্রায় ৭ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একমাত্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের অনুমোদন নিয়ে জায়গা ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সংস্কার করা সম্পন্ন করা হয়। ২০১৪ সালের ১৭ মার্চ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন।

প্রকল্প ও গবেষণা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ সালে গবেষণা দপ্তর খোলা হয়। প্রতি অর্থ বছরে গবেষণা দপ্তর থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের নিকট থেকে গবেষণা প্রকল্প আহ্বান করা হয়। আহ্বানকৃত প্রকল্পগুলো থেকে অনুমোদিত প্রকল্পগুলো প্রদানকৃত অর্থের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

* ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গবেষণা খাতে মোট ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ২০ লক্ষ টাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ ৪০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দের অধীনে ছিল ১৯টি প্রকল্প এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দের অধীনে ছিল ৩৬টি প্রকল্প।

* ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গবেষণা খাতে বরাদ্দ উন্নীত করে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ২০ লক্ষ টাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ ১ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ১২০টি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

* ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গবেষণা বরাদ্দ উন্নীত করে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বরাদ্দ ২৫ লক্ষ টাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ ১ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১৮৮টি গবেষণা প্রকল্প পাওয়া গেছে, যা মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে।

জার্নাল প্রকাশ

বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো বিভিন্ন ধরনের গবেষণা। গবেষণা ও শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রী বের করা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষকগণ উচ্চতর শিক্ষায় রয়েছেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে আরো ভূমিকা রাখবেন।

এছাড়াও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে Journal of Science, Jagannath University, Journal of Arts, Jagannath University, Journal of Social Science, Jagannath University, Journal of Business Studies, Jagannath University প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে।

শিক্ষকদের গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ ও অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের উৎসাহে ২০১৭ সালে গ্রন্থ প্রকাশের কাজ শুরু হয়। প্রথম বারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পাঁচ জন শিক্ষকের গবেষণাধর্মী পাণ্ডুলিপি পুস্তাকাকারে প্রকাশ করা হয়। ২০১৯ সালে ৫টি পাণ্ডুলিপি পুস্তাকাকারে প্রকাশ করা হয়। ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অমর একুশে গ্রন্থ মেলা ২০১৮-এ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বারের মত অংশগ্রহণ করে। এবারও দ্বিতীয় বারের মতো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অমর একুশে গ্রন্থ মেলা ২০১৯-এ অংশগ্রহণ করে। প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ঐতিহাসিক প্রশাসনিক ভবনের আদলে গ্রন্থ মেলায় স্টলটি নির্মাণ করা হয়। স্টলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ, বিভিন্ন অনুষদ থেকে প্রকাশিত জার্নাল, শিক্ষকদের প্রকাশিত গ্রন্থ, বার্তা ও উপকরণ স্থান পায়।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

* ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব প্রযুক্তিতে Online Admission System চালু করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা যে কোন জায়গা থেকে আবেদন ও আবেদন ফি জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং প্রবেশপত্র সহ পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাচ্ছে।

* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Students Information & Result Processing System (SIRPS) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা অতি সহজে ট্রান্সক্রিপ্ট, ফাইনাল গ্রেডশিট, সেমিস্টার গ্রেডশিট এবং সনদপত্র পেতে শুরু করেছে।

* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব প্রযুক্তিতে একটি ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে বিভাগের সকল তথ্য ও শিক্ষকগনের যাবতীয় তথ্য আপডেট রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

* বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের Campus Network প্রকল্পের মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং এন্ড আইটি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি বিভাগ এবং দপ্তরে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা প্রদান করার জন্য ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাহায্যে একটি ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে, যা শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা WiFi এর মাধ্যমে তার বিহীন দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট Bandwidth ১০ MBPS থেকে ৫১৫ MBPS করা হয়েছে।

* BdREN প্রকল্পের আওতায় ক্যাম্পাসে একটি আধুনিক Virtual Class Room স্থাপন করা হয়েছে।

* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার নিমিত্তে আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে এবং আইপি ক্যামেরা আরো বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান।

* অটোমেশন পদ্ধতিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে। ফলে বেতন ও অন্যান্য হিসাবের দ্রুত তথ্য পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের Salary Payment Statement, Loan Management, GPF Management, Cash Balancing এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কার্যাবলি এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

প্রগতিশীল যুব আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্বে অবস্থানকারী ড. মীজানুর রহমান মার্কেটিং বিষয়ের একজন জনপ্রিয় লেখক। ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমি থেকে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ'কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ' প্রকাশিত হয়। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য গন্থসমূহ হচ্ছে- 'বাজারজাতকরণ', 'বাজারজাতকরণ নীতিমালা' এবং 'স্নাতক বাজারজাতকরণ'- যা মার্কেটিং বিভাগের বাইরের পাঠকদের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত। অমর একুশে গ্রন্থমেলায় ২০১৭ সালে 'বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ', ২০১৮ সালে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও উন্নয়ন ভাবনা' এবং ২০১৯ সালে 'উত্তরগণতন্ত্র ও লিংকনের পিপল' প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ পাঠকমহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর সম্পাদনায় ২০১৮ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু মহাকালের মহানায়ক' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান সর্বদা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশের পক্ষে কাজ করেছেন। আগে ঢাকা বলতে বর্তমান পুরানো ঢাকাকেই বুঝানো হতো। পুরানো ঢাকাকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, ঐহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। সকল অপশক্তির তৎরপতা দূর করে আমাদের পুরানো ঢাকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। আর এক্ষেত্রে ঢাকার প্রাচীন বিদ্যাপীঠ হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত দুই বছর হতে মহাসমারহে বাংলা বর্ষবরণ পালিত হচ্ছে। বাংলা বর্ষবরণে থাকে বিশাল মঙ্গল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পিঠা-পুলির আয়োজন ও মেলার ব্যবস্থা।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে বসন্ত উৎসব পালিত হয়ে আসছে।
* শরৎ স্বাগত জানাতেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎ উৎসব পালিত হয়।
* এছাড়াও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপিত হয়।
* এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের উদ্যোগে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের উদ্যোগে নাট্য মঞ্চায়ন এবং চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে নাটক, যাত্রা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে।

ক্রীড়া ক্ষেত্র

ক্রীড়াই তারুণ্যের প্রতীক। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সুস্থ দেহ ও মন থাকা আবশ্যক। আর সুস্থ দেহ ও মন গঠনে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের সকলের নিয়মিত শারীরিক ব্যয়াম ও খেলাধুলা করা উচিত।

* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্রীড়া কমিটির মাধ্যমে আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিভাগ ভলিবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিভাগ অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতাসহ নানা ধরনের খেলার নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে।
* ক্রীড়া কমিটির সহযোগিতায় ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করছে এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।
* প্রতিবছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।
* এছাড়াও সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোগে সফলভাবে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

পরিবহণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদযাত্রা শুরু ২০ অক্টোবর ২০০৫। বিলুপ্ত জগন্নাথ কলেজ থেকে পাওয়া ০৬টি যানবাহন (২টি মাইক্রোবাস এবং ৪টি মিনিবাস) নিয়ে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহরণ পুলের যাত্রা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের না হলেও অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই বর্তমানে পরিবহণ পুলে মোট ৩৫টি যানবাহন আছে যার মধ্যে ৩টি জিপ, ১টি কার, ৭টি মাইক্রোবাস, ৩টি এসি মিনিবাস, ২টি ননএসি মিনিবাস, ১৮টি বড় বাস এবং ১টি এ্যাম্বুলেন্স। এগুলোর মধ্যে ১৭টি যানবাহন বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান-এর সময়কালে পরিবহণ পুলে যুক্ত হয়েছে।

এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকরত পরিবহণ সুবিধা দেয়ার জন্য বিআরটিসি থেকে ভাড়া করা ১২টি দ্বিতল চলাচল করছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ০৭টি একতলা বাসহ মোট ১৯টি বাস ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এছাড়াও আর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দ্বিতল ৫টি বাস, ৫টি একতলা বাস এবং শিক্ষকদের জন্য ১টি মিনিবাস ও ১টি মাইক্রোবাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ পুলে সংযুক্ত হবার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য আরও অধিকতর সুবিধা প্রদান ও যাতায়াতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঢাকার বাইরে কয়েকটি জেলাতেও [(জবি-নরসিংদী, জবি-মাওয়াঘাট (মুন্সিগঞ্জ জেলা), জবি-মেঘনাঘাট (নারায়ণগঞ্জ জেলা) এবং জবি-নবীনগর (সভার)] পরিবহণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

অন্যান্য উন্নয়ন

* নিজস্ব বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য শক্তিশালী জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।
* এছাড়াও শিক্ষার গুণগত মান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার ব্যবস্থা ক্রয় করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার লস এবং ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ "Reduction of Energy Consumption by Remote Access and Control" শিরোনামে একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধিন রয়েছে। প্রকল্পটি বৃহৎ পরিসরে গৃহীত হলে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকাংশেই বিদ্যুৎ খরচ কমানো সম্ভব হবে।
* বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ৫টি প্রকল্পের অধীনে শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ২টি প্রকল্পের কাজ চলছে। এছাড়া শিক্ষার গুণগত ও আধুনিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল বিভাগের শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
* এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব খাতের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ঃ-

ক) ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রায় ৭০টি কম্পিউটার ও ২০টি ফটোকপিয়ার ক্রয় করা হয়।

খ) ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পযর্ন্ত প্রায় ৬০.০০ (ষাট লক্ষ) টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়।

গ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি এম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে।

ঙ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার নিমিত্তে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপাচার্য মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিশুদের জন্য একটি অত্যাধুনিক 'ডে কেয়ার সেন্টার' চালু করা হয়েছে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পূর্ণাঙ্গ যুগোপযোগী চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং পদোন্নতি দেয়া সম্ভব হবে।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক,কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যাতে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে সেজন্য ২০১৫ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল হতে আবেদনকৃত প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ৫০ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে গোষ্ঠী বীমা চালু করা হয়েছে।
* বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
* জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ পেনশন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্ষরিক মূল্যায়ন করা হয় তার পাশকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে। সেদিক দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশায় অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। এসকল অগ্রাযাত্রার মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরো একধাপ এগিয়ে নেয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও সেবা সমূহ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্বনামধন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। বর্তমান উপাচার্য মহোদয় ২০১৩ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার একটি যুগোপযোগী আধুনিক ডিজিটাল লাইব্রেরী হিসাবে পথ চলতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার জন্য উপাচার্য মহোদয়কে আহবায়ক করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ডিন ও তিনজন একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য এবং গ্রন্থাগারিক মহোদয়কে সদস্য-সচিব করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রতিদিন সকাল ০৮ টা থেকে রাত ০৮ টা পর্যন্ত ০৯ টি শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং এখন এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ন আধুনিক ডিজিটাল গ্রন্থাগার রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ২০টি ল্যাপটপ ক্রয় করে অনলাইন এর মাধ্যমে ই-বুকস ও ই-জার্নাল সেবা দেয়া হচ্ছে। আরও ৪০টি ল্যাপটপ ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত মোট বইয়ের সংখ্যা- ৩০৩১০টি ও জার্নালের সংখ্যা ১৩৬৯টি।

* ই-লাইব্রেরি সেবা * ই-জার্নাল সেবা/Online Journal * রেফারেন্স সেবা * প্রিজার্ভ পত্রিকা সেবা * মুক্তিযুদ্ধ কর্নার * Current Awareness Services * শিক্ষকদের বই লেনদেন সেবা * ক্লিয়ারেন্স সেবা * রিডিং সার্ভিস * ক্যাটালগ সার্ভিং সেবা * RemoteXs সেবা * Discovery সেবা এছাড়াও এখানে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকদের অন্যান্য সেবাসমূহ রয়েছে। যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক গবেষকগণ তাদের সকল তথ্য ও গবেষণার সহায়ক মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করে থাকেন।

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, উপাচার্য
পৃষ্ঠপোষক: অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, ট্রেজারার

সম্পাদনায়: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ত্রৈমাসিক বার্তা সম্পাদনা পর্ষদ

অধ্যাপক ড. মিল্টন বিশ্বাস	বাংলা বিভাগ	- আহ্বায়ক
অধ্যাপক মোহাঃ আলগুগীন	চেয়ারম্যান, চারুকলা বিভাগ	- সদস্য
জনাব কাজী মোঃ নাসিরউদ্দীন	সহযোগী অধ্যাপক, এআইএস বিভাগ	- সদস্য
জনাব মোঃ তানভীর আহসান	সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ	- সদস্য
জনাব মোঃ মিঠুন মিয়া	প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ	- সদস্য
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	উপ পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর	- সদস্য-সচিব

ফোন: ৯৫৩৪২৫৫, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৪৭১১৮৪৪৯, ওয়েবসাইট: www.jnu.ac.bd
প্রকাশনায়: জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।